নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৯, পৃ : ১-১৯
© ২০০৪ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞান ঃ জ্ঞানতত্ত্বীয় প্রসঙ্গে কিছু পর্যবেক্ষণ[১]

মুহম্মদ শাহ্ জালাল[*]

ভূমিকা

বলা হয়ে থাকে জ্ঞানকাণ্ডসমূহের মধ্যে নিজের ইতিহাস সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানই সব চাইতে সচেতন। নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীদের এই সচেতনতার আবার অভিন্ন কোন চেহারা নেই। নিজ জ্ঞানকাণ্ডের ইতিহাসকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হবে সে নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধে ব্যাপক মতভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কেবল ইতিহাস নিয়ে নয়, মতানৈক্য এবং পারম্পর্যহীনতা রয়েছে এমনকি খোদ নিজ জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয়ের সীমানা, পদ্ধতিবিদ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাত্ত্বিক অবস্থানগত প্রশ্নে। সুনির্দিষ্ট করে বললে *'নৃবিজ্ঞান কী'* সে প্রশ্নেই আসলে নৃবিজ্ঞানীগণের মধ্যে রয়েছে প্রায়-অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান। সর্বসাম্প্রতিককালে উত্তরকাঠামোবাদী এবং উত্তরাধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে নৃবৈজ্ঞানিক জগতে যে 'টানাপোড়েন' সৃষ্টি হয়েছে সেটি সম্ভবত এই মতনৈক্যর সব থেকে সুস্পষ্ট এবং অধিক দৃশ্যমান প্রকাশ।[২] কিন্তু এর বাইরেও রয়েছে বহুবিধ বিতর্ক। এসব বিতর্কের সবগুলোই যে আজকের নৃবিজ্ঞানের সাথে যুক্ত তা নয়, বহু বিতর্কই চলে আসছে অতীত কাল থেকে। প্রায় দেড় শতক জুড়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের বিকশিত হবার যে প্রক্রিয়া তার সাথে সাথেই বেড়ে উঠেছে এসকল বিতর্কের অনেকগুলো। নৃবিজ্ঞানের প্রায়োগিকতা বনাম একাডেমিকতার মেরুকরণ এবং এর সাথে প্রাসঙ্গিক বিতর্কের বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে সামনে চলে আসা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক লেখালেখিসমূহের অন্তর্নিহিত রাজনীতি উন্মোচনের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং ইতোপূর্বে রচিত এথনোগ্রাফিসমূহ বিনির্মাণের (deconstruction) প্রচেষ্টা (Marcus and Fischer 1986; Clifford 1988); সংস্কৃতির বিপক্ষে লেখার আহ্বান (Abu-Lughod 1991); রাজনীতি-আদর্শিকতা ও জ্ঞানচর্চার সম্পর্ক নিয়ে বিচিত্র ধরনের উপলব্ধির প্রকাশ - প্রভৃতি তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রভাবশালী জায়গা দখল করে আছে। ঐতিহাসিকতার গুরুত্ব নিয়ে বিভিন্ন মত (Cohn 1987;

---

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

Fabian 1983; Sahlins 1985); কালকেন্দ্রিক-কালক্রমিক ও প্রক্রিয়াগত (syncronic-dyachronic and processual) তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রতিযোগিতা (Barnard 2000); মৌল গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হিসেবে 'সমাজ' এবং 'সংস্কৃতি'র প্রাধান্য নিয়ে মতানৈক্য প্রভৃতি ঐতিহাসিকভাবে নৃবিজ্ঞানের প্রধান তাত্ত্বিক বিতর্কসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঔপনিবেশিকতা তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের যোগাযোগের বিষয়টিকে কোন দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করা হবে সে প্রশ্নে রয়েছে দীর্ঘ এবং অমীমাংসিত বিতর্ক (Asad 1973)। নৃবিজ্ঞানের নিজস্ব উপজ্ঞানকাণ্ডসমূহের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন প্রশ্নে এবং এই সমন্বয়ের পথ ও প্রক্রিয়া বিষয়ে রয়েছে নানাবিধ মত। নৃবিজ্ঞানের সাথে দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস-কালচার স্টাডিজ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের সম্পর্কের প্রকৃতি কি হবে এবং এই আন্তঃজ্ঞানকাণ্ডীয়তায় নৃবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য কিভাবে রক্ষা হবে বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার আদৌ কোন প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে প্রশ্নে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অবস্থানগত দিক থেকে রয়েছে ভিন্নতা। এই প্রশ্ন, বিতর্ক বা ইস্যুসমূহ – এগুলোকে নৃবিজ্ঞানের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। একভাবে দেখলে নৃবিজ্ঞানের এই অমীমাংসিত প্রশ্নসমূহের উৎস আসলে নিহিত রয়েছে এর আজন্ম বয়ে বেড়ানো সীমাবদ্ধতাসমূহের বা অস্পষ্টতাসমূহের মধ্যে।

এ নিবন্ধের বিবেচ্য প্রধান জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

একটি জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নিজের অবস্থান, প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, অধ্যয়নের বিষয়বস্তু বা ব্যাপ্তি এবং সামগ্রিকভাবে, তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক এবং পদ্ধতিবিদ্যার প্রশ্নে এই বিবিধতা এবং বহুমাত্রিকতা অন্য যে কোন শাস্ত্রের তুলনায় নৃবিজ্ঞানে অনেক বেশি প্রকট। বিবিধতা, বহুমুখিতা, ধারাবাহিকতাহীনতা এবং সঙ্গতিহীনতার এরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রাধান্যের প্রভাব বেশ সুদুরপ্রসারী এবং এর উৎসও প্রকৃতপক্ষে অনেক গভীরে প্রোথিত। আরও স্পষ্ট করে বললে, সমস্যাগুলো আসলে একদমই জ্ঞানতত্ত্বীয় (epistemological) এবং তত্ত্ববিদ্যা-সংশ্লিষ্ট (ontological)।

শাস্ত্র হিসেবে নিজের একটি মৌলিক অবস্থানের কথা নৃবিজ্ঞান দাবী করে। এক্ষেত্রে 'মানব প্রজাতির পরিপূর্ণ অধ্যয়ন'ই নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডীয় স্বাতন্ত্র্য বা অনন্যতার প্রধান ভিত্তি বলে বিবেচিত। নৃবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যসূচক এই প্রধান বৈশিষ্টটির কথা মাথায় রেখেই বলা যায় মানুষ সম্পর্কিত অধ্যয়নের একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নৃবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং 'মানুষ' তথা

'মানব প্রজাতি'ই নৃবৈজ্ঞানিক অন্বেষণের মূল বিষয়বস্তু। অন্বেষণের এই মুখ্য বিষয়কে বোঝার ক্ষেত্রে বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিবিধতা ও বৈচিত্র্য কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়টির প্রতি জ্ঞানতত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন থেকে দৃকপাত করা এবং এই দৃকপাতের প্রেক্ষাপটে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে কিছু পর্যবেক্ষণ সামনে নিয়ে আসাই এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

প্রশ্ন হলো এতসব টানাপোড়েন ও ভিন্নতা কি নৃবিজ্ঞানের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং তত্ত্বীয় মৌল-নীতি (basic theoretical premises) তৈরিতে ইতিবাচক কিংবা সহায়ক কোন ভূমিকা পালন করেছে? নাকি, এর ফলে নৃবিজ্ঞান আসলে একটি অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, অনিশ্চিত এবং সুস্পষ্ট অবয়বহীন তত্ত্ব-পদ্ধতিধারী জ্ঞানকাণ্ড হিসেবেই বেড়ে উঠেছে? এভাবে বেড়ে ওঠা জ্ঞানকাণ্ডটি কি মৌলিকত্ব, অখণ্ডতা এবং নিজস্ব আত্মপরিচয়ের কোন নির্দিষ্ট অবয়ব বা স্বরূপ অর্জনে ব্যর্থই হয়েছে? আরও স্পষ্ট করে প্রশ্নটি এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে: নৃবিজ্ঞান কি মানুষ অধ্যয়নকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে একটি বৈশ্বিক জ্ঞানকাণ্ড (universal discipline) হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র, শক্তিশালী এবং স্পষ্ট অবস্থান দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে? নাকি, এরকম ঘটেছে যে *বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অস্পষ্টতা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফাঁকে নৃবিজ্ঞান আসলে বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশে, পরিবর্তমান সামাজিক-রাজনৈতি-বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, সংস্থা কিংবা দল-গোষ্ঠী কর্তৃক অনেকটা খামখেয়ালিপূর্ণভাবে, স্বনির্বাচিত বা স্বেচ্ছাচারী উপায়ে (arbitrarily) ব্যবহৃত, ব্যাখ্যাত, উপস্থাপিত, পরিবেশিত বা বিশ্লেষিত হয়েছে?* - এসব প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে এই নিবন্ধের অবস্থান হলো: সামগ্রিক এসব অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত অবস্থান এবং অবয়বের কারণে নৃবিজ্ঞান বস্তুত বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি-তাত্ত্বিক, সংগঠন বা সংস্থা কর্তৃক তাদের নিজস্ব সুবিধাজনক অবস্থান প্রকাশে সহায়ক এবং সুবিধাজনক বক্তব্য বা মতের ধারক একটি পদ বা প্রত্যয় তথা একটি 'term of convenience' হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

নিবন্ধের এ অবস্থানটিকে এ পর্যায়ে সরলীকৃত (generalized) বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী আলোচনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিতব্য পর্যবেক্ষণসমূহের সারসংক্ষেপ হিসেবেই এই অবস্থানটি এখানে তুলে ধরা হলো। নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, বিদ্যাজাগতিক বিকাশ এবং নৃবিজ্ঞানীগণের কাজের বৈচিত্র্য ও বিবিধতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী আলোচনায় এ অবস্থান তথা এ মূল পর্যবেক্ষণটির পেছনে ক্রিয়াশীল অন্যান্য পর্যবেক্ষণসমূহ স্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ বিবেচনাসমূহের প্রেক্ষাপট

নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সামগ্রিকভাবে মানুষ অধ্যয়নের পরিপূর্ণ শাস্ত্র হয়ে উঠতে পারার ব্যর্থতার কারণেই নৃবিজ্ঞানের আজকের যে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তত্ত্ববিদ্যাগত টানাপোড়েনসমূহ সেগুলো তৈরি হয়েছে। 'পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়নকারী শাস্ত্র' হিসেবে সামগ্রিকভাবে মানব প্রজাতিকে পাঠ করার মতো তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিবিদ্যাগত শক্তিশালী অবস্থান তৈরি না হবার প্রেক্ষাপটে এ জ্ঞানকাণ্ডের মুখ্য বিতর্ক ও টানাপোড়েনগুলোর কারণ খোঁজা যেতে পারে। পাশাপাশি তাত্ত্বিক ইতিহাস এবং বিভিন্ন দেশ-মহাদেশে একাডেমিতে নৃবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস বিশ্লেষণে আরও দেখা যাবে যে, 'নৃবিজ্ঞান' পদটিকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না করে বরং বহুবিধ ভাব, অর্থ এবং দ্যোতানা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বহুলাংশে স্বেচ্ছাচারীভাবে এবং নিজ নিজ অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যবহার করার কারণে এটি শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট কোন জ্ঞানতত্ত্বীয় অবস্থান বা ধারা তৈরিতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি।

নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বীয় বিকাশের ইতিহাস এবং সে বিকাশের নানা ধাপে উঠে আসা প্যারাডাইমসমূহ এবং এই প্যারাডাইমগুলোর মাঝে নিহিত তত্ত্ব-পদ্ধতি বিষয়ক কেন্দ্রীয় বিবেচনাদি জ্ঞানতাত্ত্বিক সঙ্কটের প্রধান ধারক এবং নির্দেশক। দেশ ও মহাদেশভেদে নৃবৈজ্ঞানিক চর্চার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নানামুখী প্রবণতা তথা একাডেমিক নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে বিপুল ভিন্নতা। ব্যক্তি তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক নৃবিজ্ঞানকে কোন ধারাবাহিক বা সুসংবদ্ধ অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন না করে বরং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। এই নানামুখি বোঝাপড়ার প্রেক্ষাপটে জ্ঞানকাণ্ডটিকে তাঁরা স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনার আলোকে নির্দিষ্ট আকার দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং আলাদা আলাদা অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া রাজনীতি ও ক্ষমতা-সম্পর্কের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায়ভেদে নৃবিজ্ঞানীদের কেন্দ্রীয় জিজ্ঞাসার পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিকতা ও ঐতিহাসিকতার পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে সামাজিক বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজস্ব সুস্পষ্ট কোন জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারা প্রতিষ্ঠিত না হবার কারণে (বা প্রতিষ্ঠা না করার কারণে) এবং একেক ক্ষেত্রে একেকটি বিষয় বা প্রবণতাকে প্রাধান্য দেয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ধারাবাহিকতাহীনতা এবং অস্থিরতা। এছাড়া, বুদ্ধিবৃত্তি-রাজনীতি-ইতিহাসের অদল-বদলের ফলে সৃষ্ট পরিপ্রেক্ষিতগত রূপান্তরকে পাঠের যথেষ্ট উপযোগী

তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত প্রস্তুতি না থাকার ফলে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের স্রোতে একভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। এভাবে সামগ্রিক বিষয়সমূহকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসের মধ্যেই সামগ্রিকভাবে সঙ্কটময় জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাসমূহের উপস্থিতি রয়েছে; এগুলোর বিশ্লেষণ থেকেই সমস্যাসমূহের মূল সূত্র বা সূত্রসমূহকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এর মধ্য দিয়েই সম্ভবতঃ আমরা আমাদের জ্ঞানকাণ্ডের সমসাময়িক জিজ্ঞাসাসমূহের প্রকৃতি, মাত্রা বা পরিধিকে সঠিকভাবে পাঠ করতে পারি এবং নিজ নিজ আবস্থানকে স্পষ্ট করে দেখতে পেতে পারি।

ইংরেজি Anthropology শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হলো মানুষ সম্পর্কিত অধ্যয়ন। কিন্তু নৃবিজ্ঞান কি বাস্তবিক 'study of human beings' হয়ে উঠতে পেরেছে কীনা সে প্রশ্নটিই, উপরে যেমন বলা হয়েছে, এ পর্যায়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যুগপৎ অন্য যে প্রশ্নটি সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক তা হলোঃ নৃবিজ্ঞান যদি তার জ্ঞানকাণ্ডীয় বিকাশ ইতিহাসে মানুষের অধ্যয়ন হিসেবে সত্যিকার অর্থে সফল না-ও হয়ে থাকে তাহলে কি এ বিষয়ে নতুনভাবে উদ্যোগী হবার বা নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণের কোন সুযোগও অবশিষ্ট নেই? যদি থেকে থাকে তবে সে চেষ্টার তত্ত্বীয় ও পদ্ধতিগত রূপরেখাটি কি?

নৃবিজ্ঞান নিজেকে দাবী করে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বা holistic science হিসেবে। পূর্ণাঙ্গ হবার অর্থ হলো মানব প্রজাতিকে সকল দিক থেকে এবং সকল অবস্থায় অধ্যয়ন করাঃ মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ অনুধাবন এবং তার জৈবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আচরণগত, মনোজাগতিক এবং প্রতীকী-ভাষাতাত্ত্বিক দিকসমূহের সম্মিলিত ও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ।[৮] স্বাভাবিকভাবেই সে অধ্যয়ন হবে আন্তঃসাংস্কৃতিক এবং তুলনামূলক। তবে তুলনার মধ্য দিয়ে বিভাজন বা পার্থক্যই যে কেবল উৎসাহিত হবে সেটি অনিবার্য নয়। এই অধ্যয়ন কোন কোন ক্ষেত্রে মানব ঐক্যের বা অভিন্নতার বিষয়কেই উদঘাটন করতে পারে। এ কারণেই মানব প্রজাতির ভিন্নতার পাঠ শুরু হতে পারে একক ও অভিন্ন মানব প্রজাতির মধ্যকার বৈচিত্র্য হিসেবেই। সে পার্থক্যকে মানব প্রজাতির নির্দিষ্ট কোন অংশের অবস্থান থেকে বিশেষ কোন দৃষ্টিকোনের প্রয়োগে পাঠ করা হলে সেটি পূর্ণাঙ্গ পাঠের ভিত্তি তৈরি করতে না-ও পারে। নৃবিজ্ঞান কি এই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাটিকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে পেরেছিল? মানুষের অধ্যয়ন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কি 'বিশেষ ধরনের মানুষ', 'অদ্ভুত মানুষ' বা 'অন্য মানুষে'র পাঠে রূপান্তরিত হয়েছিল? সেটি কোন প্রেক্ষাপটে? কোন জ্ঞানতাত্ত্বিক-বুদ্ধিবৃত্তিক

পরিপ্রেক্ষিতে? সেটি কি মানুষের পূর্ণাঙ্গ পাঠের তুলনায় মানুষের কোন একটি বিশেষ দিক তথা তার সমাজ বা সংস্কৃতি কিংবা ঐতিহ্য-অতীতের পাঠে পরিণত হয়েছিল এক পর্যায়ে? এবং আজকে কি নৃবিজ্ঞান নিজেকে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করতে গিয়ে 'মানুষের পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়নে'র বিষয়টিকে পাশে সরিয়ে রেখেছে এবং অনেক বেশি বর্তমান বা সমসাময়িক প্রসঙ্গসমূহের অধ্যয়নে পর্যবসিত হয়েছে?

এসকল সমস্যায়িত প্রশ্নসমূহের বেড়ে ওঠার জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বের ইতিহাস তথা জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দেয়া যেতে পারে। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বা কোন প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করা হবে তা নিয়ে তত্ত্ব-ইতিহাসবিদদের মধ্যে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। Kuklick (1991) এবং Stocking (1987) তাঁদের কাজে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছেন একের পর এক ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হওয়া নতুন নতুন ধারণার চলমান প্রক্রিয়া (sequence or events or new ideas) হিসেবে। আবার অনেকে এই ইতিহাসকে দেখেছেন থমাস কুন (Kuhn 1970) এর বৈজ্ঞানিক প্যারাডাইমের ধারণটি ব্যবহার করে– প্যারাডাইমগত রূপান্তর হিসেবে (যেমন: Stocking 1996)। মারভিন হ্যারিস কিংবা অ্যানি মেরি ডি ওয়াল মেলেফ্যাট (Harris 1968; Malefijt 1976) নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশকে দেখেছেন একটা অভিন্ন ধারণা ব্যবস্থার (system of ideas) ফ্রেমওয়ার্কে; অর্থাৎ তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাসকে বোঝা যেতে পারে একটি ধ্যান-ধারণার ব্যবস্থা বা system of ideas হিসেব। পরিবর্তনশীল জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব প্রত্যাশায় নতুন এজেন্ডা সামনে নিয়ে আসার চলমান প্রক্রিয়া হিসেবেও অনেকে নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছেন (যেমন: Kuper 1996)। এই ব্যবস্থাকে তারা গতিশীল ও চলমান হিসেবে বুঝেছেন। অন্য অনেকে একে বুঝতে চেয়েছেন বিভিন্ন দেশে সমান্তরালে বিকাশমান ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ঐতিহ্যের (national traditions) বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে (যেমন: Lowie 1937)।

নৃবিজ্ঞান চর্চার জাতীয় ঐতিহ্যসমূহের ইতিহাস: বৈপরীত্ব ও ধারাবাহিকতাহীনতা

বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশে যেভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চা করা হয়েছে তার ইতিহাস বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের বিকাশ প্রক্রিয়ার মাঝে কিভাবে ধারাবাহিকতাহীনতা এবং বৈপরীত্ব ক্রিয়াশীল থেকেছে। দেখা যেতে পারে যে, সেভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়ায় নৃবিজ্ঞান চর্চার যে জাতীয়

ঐতিহ্য (national tradition) সেটি কি ইউরোপ বা আমেরিকার অন্যান্য দেশের সাথে সঙ্গতিশীল? অথবা, সমগ্র ইউরোপেও কি অভিন্ন নৃবৈজ্ঞানিক ধারার দেখা পাওয়া যায়? ব্রিটিশ, স্কটিশ, ফরাসি কিংবা জার্মান নৃবিজ্ঞান কি 'মানব অধ্যয়নের' প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারাক্রমে জিজ্ঞাসাসমূহকে স্থাপন করতে পেরেছে? অথবা নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নির্দিষ্ট কোন উপায় স্থির করে কি তারা অগ্রসর হতে পেরেছে? সকল দেশে অভিন্ন নৃবিজ্ঞান চর্চা হবে এবং সেটিই নৃবিজ্ঞানের জন্য কাম্য – এরূপ কোন প্রত্যাশা থেকে এ প্রশ্ন করা হচ্ছে না। কিন্তু বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা যে কত বিশাল এবং সে ভিন্নতা যে কিভাবে মূল নবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন তথা মানব অধ্যয়ন বিষয়ে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে সেটি এসব জিজ্ঞাসার মাঝ দিয়ে স্পষ্ট হতে পারে।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে সেখানকার বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিভিন্ন জাতিতাত্ত্বিক-ভৌগোলিক এককগুলোর (ethno-territorial units) মধ্যকার সীমারেখা টানার জন্য এ অধ্যয়নকে জরুরী বলে মনে করা হয়। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর ভাষার লিখিত বর্ণমালা দাঁড় করানো এবং তাদের জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বহু এথনোগ্রাফার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ১৯৩০ এর দশকের পর থেকে সোভিয়েত নৃবিজ্ঞানের সকল প্রকার তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ডকট্রাইন সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করতে থাকে। সমাজ বিবর্তনের ধাপসমূহ অধ্যয়ন, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রধান শক্তি হিসেবে শ্রেণী সংগ্রামকে দেখা ইত্যাদি হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদিম সমাজসমূহ, বিবর্তনের প্রাগৈতিহাসিক স্তরসমূহ এবং প্রাথমিক সমাজ সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি সোভিয়েত নৃবিজ্ঞানীরা তাদের মূল মনোযোগ নিবিষ্ট করেন (Tishkov 1996)।

এথনোজিনেসিস, বস্তুগত সংস্কৃতি, জৈবিক বৈচিত্র্য এবং এথনিক ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক ভিন্নতার ভিত্তিতে সৃষ্ট কার্টোগ্রাফি – এসবই হচ্ছে ১৯৫০ এর দশক হতে শুরু কর ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত সেভিয়েত দেশে নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের মুখ্য বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক-এথনোগ্রাফিক এটলাসসমূহ এবং বহু খণ্ডের সিরিজ "The Peoples of the World" এ সময়ের সোভিয়েত নৃবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কাজ। অবশ্য বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগহীনতা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সেভিয়েত ইউনিয়নের বাইরের অঞ্চলগুলো নিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি।

১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকে এসে সোভিয়েত নৃবিজ্ঞান অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে সমাজতত্ত্বমূলক জরিপের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক এথনিক ইস্যুসমূহ অধ্যয়নের বিষয়ে। মধ্য এশিয়া, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং ভোলগা অঞ্চলে এ সময় বিস্তৃত গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়। মস্কোর ইনস্টিটিউট অব এথনোগ্রাফি-এর পরিচালক Y. Bromley এবং তার সহকর্মীদের কাজ এ সময় প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তারা যে প্রিমর্ডিয়ালিস্ট তত্ত্বটি দাঁড় করান সেটি পরিচিতি পায় 'এথ্নোস থিওরি' হিসেবে (Bromley 1981)। সেভিয়েত জাতীয়তাসমূহের মধ্যে যে রাজনৈতিক ক্রমোচ্চতা সেটিই এই এথনোস থিওরির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এছাড়া এথ্নোসকে সামাজিক-জৈবিক সত্তা হিসেবে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন এবং এই ব্যাখ্যাটিও জনপ্রিয় হয়। অবশ্য এথ্নোস থিওরির পাশাপাশি ঐতিহাসিক এথনোগ্রাফি এবং এথনোজিনেসিস অধ্যয়ন এ সময়ে এসেও গবেষণা এজেন্ডায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে এবং পৃথিবীর ইতিহাসের আদিতম জনগোষ্ঠীসমূহ (primeval societies) এবং মানব সমাজগুলোর প্রাথমিক পর্যায় (early stages of human societies) সম্পর্কে শক্তিশালী কিছু গবেষণা এ সময়ই প্রকাশিত হয়। আরও কাজ হয় শামানিজম ও ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়, ভাষাতাত্ত্বিক পুনর্নির্মাণ, মিথ, আইকোনোগ্রাফি প্রভৃতি বিষয়ে। দুর্ভাগ্যজনক যে, রাশিয়ান পণ্ডিত ভ্লাদিমির প্রপ, এম, বাখতিন বা এ, ভি, চায়ানভের খুবই শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তিগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সোভিয়েত বিদ্যাজগতে খুব একটা উদ্যোগ-আয়োজন হয়নি। তথাপি সামগ্রিকভাবে এ সময় সেভিয়েত নৃবিজ্ঞান একটা অত্যন্ত শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি লাভ করে, যা সেভিয়েত রাষ্ট্রের অবসান ও তৎপরবর্তী নানাবিধ পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাঝেও রাশিয়ান নৃবিজ্ঞানকে শক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

১৯৮০ এর দশকের শেষে এবং ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে রাজনৈতিক উদারীকরণ এবং ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতন হবার পর রাশিয়ান নৃবিজ্ঞানে আমূল পরিবর্তন আসে। পূর্বের মতো মার্ক্সবাদ আর একমাত্র প্যারাডাইম হয়ে থাকেনি। রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভূত জাতিগত সংঘাত রাশিয়ান নৃবিজ্ঞানকে এথনিক সংঘাত অধ্যয়নে অধিক মনোযোগী করে তোলে।

অন্যদিকে আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নে মতো কোন ধারা বা প্রবণতা সেভাবে দেখা যায় না। এখানে রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, জৈবিক নৃবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের বিভাজনের মধ্য

দিয়ে গড়ে ওঠা 'চার-উপকাণ্ডীয় চর্চার একাডেমিক ঐতিহ্য' (four field academic tradition)। এই বিশেষায়নের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। এই 'ফোর ফিল্ড এপ্রোচ' এর সূচনার পূর্বে আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের ঐতিহ্য ছিল মুখ্যতঃ ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সরকারী আগ্রহের ভিত্তিতে বেড়ে ওঠা (Malefijt 1976)। সরকারী ব্যুরো অব আমেরিকান এথনোলোজি, স্থানীয় এথনোলোজিক্যাল এবং ফোকলোর সোসাইটিসমূহ এবং মিউজিয়ামগুলোর মধ্য দিয়ে আমেরিকাতে সর্বপ্রাথমিক নৃবৈজ্ঞানিক আগ্রহসমূহ তৈরি হয়। সে আগ্রহকে একটি জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ায় তাগিদ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত নৃবিজ্ঞানীরা এই চার-উপকাণ্ডীয় ধারার সূচনা করেন।

F. Voget তাঁর History of Ethnology নামক গ্রন্থে আধুনিক আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। এগুলোকে তিনি বৈশিষ্টায়িত করেছেন 'উন্নয়নবাদ', 'কাঠামোবাদ' এবং 'পৃথকীকরণবাদী বিশেষায়ন' এর পর্যায় হিসেবে। এর পরই যে আমেরিকান নৃবিজ্ঞানে উত্তরাধুনিক পর্যায়ের সূচনা হয়েছে সেটাও স্বীকার করে নেয়ার ওপর অনেকে জোর দেন।

১৮৫১ সাল থেকে শুরু করে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৃবিজ্ঞান চর্চা হয়েছে মূলতঃ *দ্যা ব্যুরো অব আমেরিকান এথনোলোজি* এর তত্ত্বাবধানে বা সরাসরি এর আওতায়। স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে নেটিভ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মাঝে পরিচালনা করা হয়েছিল দীর্ঘকালীন মাঠকর্ম, আর্টিফ্যাক্টস যোগাড় করে মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে, স্থানীয় টেক্সট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ফটোগ্রাফের মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়ানদের জীবনচিত্রকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে যেমন বলেছেন ইউরোপীয়দের আমেরিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছে। সদ্য আবিস্কৃত এই ভূখন্ডের মূল অধিবাসী তথা আমেরিকন ইন্ডিয়ানদের (ইউরোপীয়দের 'অন্য') বিষয়ে আগ্রহ থেকেই আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্থানীয় ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে, বস্তুগত সংস্কৃতি অবলুপ্ত প্রায় এবং জনসংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে – এরূপ একটি পরিস্থিতিতে এক ধরনের 'ত্রাতা' বা 'উদ্ধারকারী' ('salvage' anthropology) নৃবিজ্ঞানের আবশ্যিকতা অনুভব করা হয়েছিল। ব্যুরোতে জমা হতে থাকা মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিন্যাসের কাজে এবং নেটিভ আমেরিকান সমাজের চরিত্র ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকগণের তত্ত্বগুলো ব্যবহার করা হচ্ছিল (Malefijt 1976)।

১৮৪০ থেকে শুরু করে ১৯৫০ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালে বস্তুত প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত নৃবিজ্ঞান এখানে প্রতিষ্ঠা পায়। ফানয বোয়াস এবং তার ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অবশ্য ১৮৮৮ সালে বোয়াস ক্ল্যার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রথম একাডেমিক নিয়োগ লাভ করেন, তার আগেই আমেরিকায় নৃবিজ্ঞান তার ফোর-ফিল্ড এপ্রোচ নিয়ে বেশ শক্তিশালী একটা অবস্থান তৈরি করে নিতে পেরেছিল বলেই অনেকের মত (Malefijt 1976)। ১৮৮৮ সালেই *আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলোজিস্ট* এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় যেখানে ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, দৈহিক নৃবিজ্ঞান এবং এথনোলোজি বিষয়ে লেখালেখি সংকলিত হয়েছিল। তথাপি বিশ শতকের এই শুরুর পর্যায়ে আমেরিকান নৃবিজ্ঞান তথা সামগ্রিকভাবে নৃবিজ্ঞানের সব থেকে প্রভাবশালী ব্যাক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হন বোয়াস। বস্তুত ১৮৯৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪২ (এ বছরই তাঁর মৃত্যু হয়) সাল পর্যন্ত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়ে তিনি বিপুল সংখ্যক নৃবিজ্ঞানীকে প্রশিক্ষণ দেন যারা পরবর্তীতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেন এবং নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পূববর্তী নৃবিজ্ঞানীগণ তথা বিবর্তনবাদীগণের তুলনায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন। জার্মানীতে জন্ম নেয়া এবং বেড়ে ওঠা এই নৃবিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং ভূগোলে একাডেমিক প্রশিক্ষণ পান। তাঁর এই প্রশিক্ষণ এবং জার্মান বিদ্যায়তন ও বুদ্ধিবৃত্তির সাঙ্গে তাঁর যে গভীর যোগাযোগ সেটিকে তিনি আমেরিকা ঐতিহ্যের মাঝে সম্প্রসারণ করেন বলেই প্রতীয়মান হয়।

আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বোয়াসের অবস্থান বিশ্লেষণে যে প্রসঙ্গটি এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো: বিবর্তনবাদীদের কাজের পদ্ধতিকে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং তুলনামূলক পদ্ধতির জায়গায় তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। কেবল তা নয় তিনি আসলে পরিণত পর্যায়ে এসে নৃবিজ্ঞানের অধ্যয়নের বিষয়গুলো নিয়ে আদৌ কোনরূপ নিয়ম-নীতি বা আইন খুঁজে পাওয়ার আশাই ছেড়ে দেন:

> "The phenomena of our science are so individualized, so exposed to outer accident, that no set of laws could explain them . . . it seems to me doubtful whether valid cultural laws can be found." (Boas 1940:257)

সামগ্রিকভাবে বোয়াস ও তার পরবর্তী নৃবিজ্ঞানীদের কাজের মধ্য দিয়ে অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে 'সমাজ' এর পরিবর্তে 'সংস্কৃতি' সামনে আসে বটে কিন্তু ফোর-ফিল্ড অ্যাপ্রোচ এর মধ্য দিয়ে বিলুপ্তপ্রায় নেটিভ আমেরিকান সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণের ওপরই গুরুত্ব দেয়া হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে এসে ১৯৪০, '৫০ ও '৬০ এর দশকে মার্কিন নৃবিজ্ঞান তার পদ্ধতিবিদ্যার ক্ষেত্রেই ব্যাপক বদল ঘটায়। সমাজতত্ত্ব বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো সামাজিক বিজ্ঞানগুলো আমেরিকান সমাজ সম্পর্কে যেসব সাধারণীকৃত বক্তব্য প্রদান করেন এ সময় নৃবিজ্ঞানীরা সেগুলোর যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন শহুরে ও গ্রামীণ আমেরিকান কম্যুনিটিগুলোর মধ্যে পর্যবেক্ষণনির্ভর অধ্যয়ন পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে। ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও আধুনিকায়ন, অতীত-বর্তমানের চলমানতা ও পরিবর্তন, নগর-গ্রামের সম্পর্ক ইত্যাকার বিষয়সমূহ এ সময়ে নৃবিজ্ঞানে প্রাধান্য পায়।

এরও পরে ১৯৬০ ও '৭০ এর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এবং একটা দীর্ঘ একাডেমিক সঙ্কট মোকাবেলার আমেরিকান নৃবিজ্ঞান ইতিহাসের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এবং পরবর্তীতে ক্রমশ উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিকদের কাজ মার্কিন নৃবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নেয়।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে হেনরিকা কুকলিক বলেন একভাবে দেখলে নৃবিজ্ঞানের একটা দীর্ঘ প্রাকইতিহাস রয়েছে। তার মতে অন্ততঃ তখন থেকে নৃবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে দেখা যেতে পারে যখন অ-পশ্চিমা লোকদের সাথে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ঘটে (from the earliest encounters of European imperialist with non-western peoples) (Kuklick 1996).

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা তৎপূর্বকালীন সময়ে প্রাধান্যপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারা হলো ব্যাপ্তিবাদ এবং ক্রিয়াবাদ; আর এ দুটো তাত্ত্বিক ধারাই একটিকে অন্যটির একদম বিপরীত হিসেবে উপস্থাপন করেছে। বিবর্তনবাদীদের ঐতিহাসিক পুনঃনির্মাণের যে লক্ষ্য সেটি ব্যাপ্তিবাদীদের কাজেও ছিল, বিবর্তনবাদীদের মতোই এরা দেখতে চেয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় কালক্রমিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সভ্যতার পর্যায়ে মানবতার উত্তরণ ঘটেছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদীগণ এবং ব্যাপ্তিবাদীগণের মৌলিক অনুমান অভিন্ন নয়। প্রথমোক্তগণ যেখানে মনে করতেন সমগ্র মানব ইতিহাসের এক অভিন্ন গন্তব্য রয়েছে, এবং সে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সকল মানব সমাজই মনোগত ঐক্যের (psychic unity) কারণে উদ্ভাবনী ক্ষমতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এর বিপরীতে দ্বিতীয়োক্তগণ মনে করতেন পরিবর্তনের মূল অনুঘটক হচ্ছে অভিগমনের মধ্য দিয়ে সংঘটিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ – প্রতিটি সংস্কৃতির আলাদা আলাদা উদ্ভাবনী ক্ষমতা নয়।

১৯২০ এর দশক হতে শুরু করে ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানে প্রতাপশালী তত্ত্ব ও পদ্ধতিগত ধারা হলো ক্রিয়াবাদ। ক্রিয়াবাদীদের অবস্থান সম্পর্কে হেনরিকা কুকলিক যেমন বলেছেন যে এরা সামাজিক নৃবিজ্ঞানে ১৯২০ এর দশক হতে শুরু করে ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখে এবং অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হিসেবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রতিই তারা জোর দেন। বিশ্বের ঐতিহাসিক পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনরূপ নিয়মনীতি বা বৃহৎ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থেকে এরা বিরত থাকেন। এর পরিবর্তে তারা গুরুত্ব দেন স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থার বর্তমানকেন্দ্রীক বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে বের করার ওপর। তাদের দৃষ্টিতে বস্তুগত দিক থেকে সরল সমাজসমূহ, যেগুলো পশ্চিমা সমাজ স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজগুলোই হচ্ছে নৃবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের জন্য আদর্শ সমাজ এবং এসব সমাজের সামগ্রিকতাকে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় (Kuklick 1996)।

এভাবে ব্রিটিশ নৃবৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের মধ্যেই পূর্ববর্তী বিবর্তনবাদী তাত্ত্বিকদের সাথে পরবর্তী ক্রিয়াবাদীদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগত বিস্তর ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। এছাড়া, সামাজিক নৃবিজ্ঞানের মাঠকর্মভিত্তিক অধ্যয়নের যে বৈশিষ্ট্য সেটিও তাত্ত্বিক বিকাশের এই পর্যায়ের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট, নৃবিজ্ঞানের পরিচয়জ্ঞাপক গভীর ও সূক্ষ্ম মাঠকর্মের যে ঐতিহ্য তা মূলত এ সময়কার ক্রিয়াবাদীদেরই সংযোজন।

এ সময়ের ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের বিকাশ বিশ্লেষণে অন্য একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যাপ্তিবাদ এবং ক্রিয়াবাদ - উভয় ধারার অনুসারী তাত্ত্বিকরাই স্পষ্ট করে এটা অস্বীকার করেন যে, নরবর্ণ (race) এবং সংস্কৃতির মধ্যে কোনরূপ আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতির ওপর নরবর্ণের প্রভাবকে এরূপ অস্বীকারের ফলশ্রুতিতে বিশ শতকে এসে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের কাজ এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের কাজ একদমই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। দুটি উপজ্ঞানকাণ্ডের পরস্পর পরিপূরক হয়ে থাকার ব্যাপারটা এ পর্যায়ে আর সেভাবে থাকে না। বিশেষ করে ক্রিয়াবাদীরা প্রায় সকল ধরনের জৈবিক অনুসন্ধানকে অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে এই বিবেচনা থেকে যে, সকল মানব সমাজই কম-বেশি একই ধরনের অনিবার্য প্রাকৃতিক অবস্থার মাঝে বেড়ে ওঠে এবং সে কারণে সামাজিক বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় জৈবিক কারণগুলো নিয়ে বেশি মনোযোগী হওয়া তেমন একটি জরুরী নয়।

অন্যদিকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এবং জৈবিক নৃবিজ্ঞানীগণ মানব ইতিহাসের অগ্রগতি যে কী করে হলো সে বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর নৃবিজ্ঞানীদের 'মূল' যে আগ্রহের বিষয় তার প্রতিই পুরোপুরি মনোযোগী থাকলো। ফলশ্রুতিতে নৃবিজ্ঞানের উপজ্ঞানকাণ্ডগুলো একদমই স্বতন্ত্র ধারার বিকশিত হতে শুরু করে এবং এই উপশাখগুলো চর্চাকারী একাডেমিক ব্যক্তিবর্গ বা পেশাজীবীগণের মধ্যে যোগাযোগ বা মতামতে বিনিময় ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে আসে।

ব্রিটিশ এবং আমেরিকান নৃবিজ্ঞানের ভিন্নতা প্রসঙ্গে এবং, একই সাথে, ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের ভেতরে যে উপজ্ঞানকাণ্ডীয় টানাপোড়েন সে বিষয়ে হেনরিকা কুকলিকের বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। নৃবিজ্ঞানের বিকাশ প্রক্রিয়ায়ই কিভাবে অসঙ্গতিসমূহ এবং বিশ্বজনীনতার ঘাটতির বিষয়টি অনিবার্যভাবে উপস্থিত থেকে গিয়েছিল তা তাঁর এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Kuklick 1992)।

সোভিয়েত, আমেরিকান এবং ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার নৃবিজ্ঞান, এখানকার নৃবৈজ্ঞানিক বিকাশ এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুগুলোর প্রতি নজর দিলেও দেখা যাবে এখানে ভিন্ন একটি অবস্থা এখানে তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় আধুনিক নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয় ঔপনিবেশিক আমলের এথনোগ্রাফিক রিপোর্টগুলোর মধ্য দিয়ে।[৩] অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মাঠকর্মের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞান চর্চকারীরাও এ অঞ্চলের মূল ধারার নৃবিজ্ঞানে বিকাশে বড় ভূমিকা রাখেন। সামগ্রিকভাবে লুই দুমোর *Homo Hierarchicus* - কে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ কাজ সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, জাতিবর্ণ প্রথা এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক অধ্যয়ন এবং সে লক্ষ্যে 'ভিলেজ স্টাডিজ'ই হচ্ছে দক্ষিণ এশীয় নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীন পরবর্তী প্রধান ধারা। পরবর্তীতে অবশ্য লিঙ্গ, অসমতা, ইতিহাস, আত্মপরিচয়ের রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেতে থাকে।

তাত্ত্বিকগণের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি ঃ নানামুখী ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য

জাতীয় ঐতিহ্যসমূহের এই ভিন্নতা এবং বৈপরীত্যের পাশাপাশি মুখ্য তাত্ত্বিকগণ নৃবিজ্ঞানকে যে কিভাবে বা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে চেয়েছেন সেখানেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় ভিন্নতা পাওয়া যায়। ব্র্যানিস্‌ল ম্যালিনোস্কি এবং রেডক্লিফ ব্রাউনের দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা বাস্তবিক কতটা বিস্তৃত সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ বটে, কিন্তু নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে যথাক্রমে 'সংস্কৃতি' এবং 'সমাজ'

কে বুঝতে গিয়ে তারা যে বিতর্কে জড়িয়েছেন তা এ আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Kuper 1996)। এদের দুজনের মতভিন্নতার পাশাপাশি ক্লদ লেভি-স্ট্রসের তাত্ত্বিক অবস্থানের বিবেচনা আরও স্পষ্ট করবে কেবল সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের অধীতব্য বিষয় নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে কী বিপুল মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল বা দেখা যায় এখনও। যে বিবর্তনবাদকে একটা পর্যায়ে নৃবিজ্ঞানে পুরোপুরি পরিত্যাগ করা হয় সেই বিবর্তনবাদকেই আবার পরবর্তীতে একভাবে প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা হয়। একটা সময় বিবর্তনবাদীদের সমালোচনা করা হতো তাদের অনুমান-নির্ভরতা বা speculation এর প্রবণতার কারণে; অথচ ক্লিফোর্ড গীয়ার্জের সংস্কৃতির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বক্তব্য একভাবে সেই অনুমিতিতেই ফিরে যাবার পথ দেখায় (Geertz 1973)।

বিবেচনার প্রসঙ্গসমূহ

এই বহুমাত্রিকতা, বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্বের প্রেক্ষাপটে মানুষ অধ্যয়নের বিজ্ঞান হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা অসঙ্গতিগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মুখ্য যে ক্ষেত্রগুলো বিশেষ মনোযোগ দাবী করে সে প্রসঙ্গগুলোকে এখানে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো ঃ

অপশ্চিমা মানুষের বিজ্ঞান

শুরু থেকেই মানুষ অধ্যয়নের বিজ্ঞান হয়ে উঠতে গিয়ে নৃবিজ্ঞান তার নিজের অধ্যয়ন, গবেষণা বা বিশ্লেষণের আওতায় সকল ধরনের বা সকল পর্যায়ের মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরল, প্রাক-শিল্পায়িত সমাজের বা প্রাক-পুঁজিবাদী উপনিবেশিত মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি অধ্যয়নের বিজ্ঞান হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক যাত্রা ও বেড়ে ওঠা। এভাবে মানুষ অধ্যয়নের পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকাণ্ডটির যাত্রাই শুরু হয় মানুষ নামক প্রজাতিটির খণ্ডিত অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে।

নিজ জনগোষ্ঠী নয় 'অন্য' জনগোষ্ঠীর অধ্যয়ন

একই ভাবে মানুষের জৈবিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং প্রাগৈতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক তথা সামগ্রিক দিকের সম্মিলিত অধ্যয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জ্ঞানের এই শাখাটির যাত্রা শুরু হলেও এর বেড়ে ওঠার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইউরোপ, আমেরিকা তো বটেই এমনকি পৃথিবীর

অন্যান্য অঞ্চলেও নৃবিজ্ঞান বিকশিত হয়েছে 'অদ্ভুত-বিচিত্র' 'অন্য' (exotic other) মানুষের অধ্যয়ন হিসেবে। নিজ সমাজ ও নিজ জনগোষ্ঠী সে অর্থে আজও নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে নি। যদিও নৃবিজ্ঞান এখন আর পূর্বের মতো 'আদিম', 'সরল', 'অনগ্রসর', 'অনক্ষর' বা 'অসভ্য' সমাজ অধ্যয়নে পুরোপুরি ব্যাপৃত থাকে না তথাপি আজও নৃবিজ্ঞান এমনকি শিল্পায়িত নিজ সমাজে গবেষণা করতে গিয়ে এক ধরনের 'অন্য' তৈরি করে নেয়।

মানুষের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন নাকি পুরুষ পক্ষপাতমূলক অধ্যয়ন

নিজের অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানতত্ত্বের একই রকম অস্পষ্টতা এবং টানাপোড়েন থেকেই সকল মানুষের পাঠ হয়ে ওঠার মতো অবস্থানে পৌছাতে নৃবিজ্ঞান সক্ষম হয় না; এবং মানুষের অধ্যয়নের পরিবর্তে এটি অভিযুক্ত হয় পুরুষ পক্ষপাতিত্বপূর্ণ (male bias) হবার দোষে। নৃবৈজ্ঞানিক এথনোগ্রাফিগুলো নারীকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে সে নিয়ে জন্ম হয় বিস্তর বিতর্কের। মানব প্রজাতির সামগ্রিক অধ্যয়ন না হয়ে এটি ক্রমাগত বেড়ে উঠেছে এ প্রজাতির ক্ষমতাবান অংশের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারক এবং প্রকাশক হিসেবে।

তাহলে কি অপশ্চিমা অন্য মানুষের 'তুলনামূলক সমাজবিজ্ঞান'?

রেডক্লিফ ব্রাউন নৃবিজ্ঞানকে দেখতে চেয়েছিলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই একটি বিজ্ঞান হিসেবে তথা সমাজ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা 'a natural science of society' হিসেবে। এবং তাঁর ভাবনা অনুযায়ী নৃবিজ্ঞানের আসলে তুলনামূলক সামাজিক বিজ্ঞান (comparative sociology) হবার কথা। এখন ইতিহাস পর্যালোচনায় মনে হয় যে নৃবিজ্ঞান সব মানুষের পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন না হয়ে বরং হয়ে উঠেছে 'অপশ্চিমা' 'অন্য' মানুষের অধ্যয়ন সংক্রান্ত তুলনামূলক সমাজ বিজ্ঞান। এমনকি সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মানুষ সম্পর্কিত অধ্যয়নের তুলনামূলক সমাজ বিজ্ঞান হয়ে ওঠাও নৃবিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয় না।

মানুষের পূর্ণাঙ্গ পাঠ নয় বরং তার সমাজ অথবা সংস্কৃতির পাঠ

নৃবিজ্ঞানের যে চারটি প্রধান ক্ষেত্র (four field) থাকবে সেটি প্রথম সুস্পষ্ট গুরুত্বের সাথে সামনে নিয়ে আসেন ফানয বোয়াস। ভাষা বন্টনের মানচিত্র, দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সাংস্কৃতি গ্রুপ – মানব অস্তিত্বের এই তিনটি দিককে গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন বলে বোয়াস মত দেন এবং এসব অধ্যয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলেন। জৈবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

অধ্যয়নের জন্য মাপ-জোখ ও পরিসংখ্যান, ভাষা বোঝার জন্য টেক্সট ও ব্যাকরণ বিশ্লেষণ এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াদি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিসমূহের বা সাংস্কৃতি উপাদানসমূহের বন্টন এবং প্রতিটি সংস্কৃতিকে পূর্ণাঙ্গভাবে অধ্যয়নের পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রতি তিনি জোর দিয়েছিলেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক অতীত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণের কথাও তিনি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছিলেন। এভাবে যে চারটি উপজ্ঞানকাণ্ড নৃবিজ্ঞানে বিকশিত হয় সেগুলোর মধ্যে পরবর্তীতে সত্যিকার অর্থে কার্যকর কোন সমন্বয় পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি এই চার ক্ষেত্রের শাস্ত্রকারদের বা চর্চাকারীদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় বা মিথস্ক্রিয়াও ন্যুনতম পর্যায়ে নেমে আসে। প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সমাজ ব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো, সংস্কৃতি, বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষায়িত অধ্যয়নের ধারণা।

সংস্কৃতি অধ্যয়ন ছাপিয়ে যায় মানুষ অধ্যয়নের মূল এজেন্ডাকে

নৃবিজ্ঞানের প্রায় সবগুলো প্যারাডাইমই দাঁড়িয়েছে 'সংস্কৃতি'কে ঘিরে। যে সংস্কৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষকে পাঠ করার কথা ছিল সেই সংস্কৃতি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্তৃত মনোযোগ কেড়ে নেয় যে কখনো কখনো মনে হয় সংস্কৃতি যে অধ্যয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় বরং সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যে মানব প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করতে চাওয়া হয়েছে সেটিই নৃবিজ্ঞানীরা বিস্মৃত হয়েছেন। এই সংস্কৃতি অধ্যয়ন আবার সুনির্দিষ্ট কোন জ্ঞানতত্ত্বীয় ফ্রেমওয়ার্ককে ভিত্তি করে অগ্রসর হয়নি।

সাম্পতিক পরিবর্তন: দর্শন ও রাজনীতির প্রধান্য, মৌলিক জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাসমূহের প্রান্তিক হয়ে যাওয়া

বিগত দশকগুলোকে নৃবিজ্ঞান ক্রমশ ইতিহাস, সাহিত্য, কালচার স্টাডিজ এবং সামগ্রিকভাবে দর্শনের সমস্যাসমূহের সাথে অধিক পরিমাণে ব্যাপৃত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে নৃবিজ্ঞান এখন মৌলিক কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির এরূপ প্রাধান্যের ফলে এখন ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে মৌলিক জ্ঞানতত্ত্বীয় জিজ্ঞাসাসমূহ। সমসাময়িক এই টানাপোড়েনকে দেখতে হবে ইতোমধ্যে নৃবিজ্ঞানের শক্তিশালী কোন জ্ঞানতত্ত্বীয় ভিত্ গড়ে না ওঠার প্রেক্ষাপটে।

অতীত বিমুখিতা এবং সাম্প্রতিক ইস্যুকেন্দ্রিকতা: গুরুত্বপূর্ণ মৌল অধ্যয়নের বিষয় উপেক্ষিত

সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে অন্য যে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হলো অতীত বিমুখতা এবং সমসাময়িক ইস্যুসমূহের প্রতি

অধিকতর মনোযোগ প্রদান। এর ফলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মিলিত ফ্রেমওয়ার্কে মানুষকে পূর্ণাঙ্গরূপে অধ্যয়ন করার লক্ষ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসবের ফলে পদ্ধতিগত সরলীকরণ ঘটেছে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ও জীববিজ্ঞানগত প্রশ্নসমূহ নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানজাগতিক পরিমণ্ডলে ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।

প্রায়োগিকতা-প্রাসঙ্গিকতার দৃশ্যমান তাগিদে নৃবিজ্ঞানের মূল চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রক্ষাই এখন বড় প্রশ্ন

অন্যদিকে প্রায়োগিক ও প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীগণ তাদের জ্ঞানকাণ্ডকে ক্রমশ মৌলিক ও স্বাতন্ত্রপূর্ণ অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এ পর্যায়ে অর্থনীতি, উন্নয়ন অধ্যয়ন প্রভৃতি শক্তিশালী জ্ঞানকাণ্ডসমূহের প্রভাবশালী তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি হয়েছে নৃবিজ্ঞান এবং নিজস্ব অবদানের তুলনায় এসব প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গির চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার, সেগুলোর সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার বা নিজেকে উপযোগী করে গড়ে তোলার ঘটনাই বেশি ঘটেছে। এর ফলে নৃবিজ্ঞান তার নিজস্বতা এবং স্বাতন্ত্র্যসূচক অবস্থান থেকে ক্রমশ সরে গেছে।

সামগ্রিক নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তায় ঐক্যের তুলনায় বৈচিত্রের প্রাধান্য

সামগিকভাবে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তায় এভাবে কোন সূত্রবদ্ধ শক্তিশালী জ্ঞানতত্ত্বীয় অবস্থান তৈরি হতে দেখা যায় না; বরং এখানে তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্ক বা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক ধরনের খামখেয়ালিপূর্ণ অবস্থা বা কখনো কখনো এক প্রকারের অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা বা বিভ্রান্তিই (chaotic situation) অধিক দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

উপসংহার

এ নিবন্ধে এরই মধ্যে উপস্থাপিত প্রশ্নসমূহ বা পর্যবেক্ষণসমূহের মধ্য দিয়ে যে কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো মূলত নৃবিজ্ঞানকে জ্ঞানতত্ত্বীয় প্রেক্ষাপট থেকে বুঝতে চাওয়ার ফলশ্রুতি। মানুষ অধ্যয়নের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে এটি বিকশিত হবে এটাই প্রত্যাশিত থাকলেও ঐতিহাসিকভাবেই নৃবিজ্ঞান সে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি এবং আজকের প্রেক্ষাপটে যে নানামুখী সঙ্কট, প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসমূহের বা বিতর্ক ও টানাপোড়েনের মুখোমুখি নৃবিজ্ঞান হচ্ছে তাতে নৃবিজ্ঞান যে বিভিন্ন সময় একটি সুবিধাজনকভাবে ব্যবহৃত প্রত্যয় বা 'term of convenience' হয়েই থেকেছে সেটি স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে

মনে হয়। এই অবস্থান থেকে সামগ্রিকভাবে উত্তরণের মধ্য দিয়ে মানব প্রজাতির পরিপূর্ণ ও মানবিক অধ্যয়নের জ্ঞানকাণ্ড হয়ে ওঠা কি নৃবিজ্ঞানের পক্ষে আর সম্ভব নয়? যদি সে সম্ভাবনা এখনও থেকে থাকে তবে তার পথ ও প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত কাজ করার দায়িত্ব আজকের নৃবিজ্ঞানীদের রয়েছে। ভবিষ্যতের নৃবিজ্ঞান কোন খণ্ডিত বা অস্পষ্ট শাস্ত্র হয়ে যাতে না থাকে, জ্ঞানতত্ত্বীয় দিক থেকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ মানব-অধ্যয়নের জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে যাতে এটি সফল হতে পারে সেটিই আজকের এবং ভবিষ্যতের নৃবিজ্ঞানীর মূল ভাবনার বিষয় হতে পারে।

টীকা

১. এ নিবন্ধটিতে নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বীয় প্রসঙ্গ নিয়ে নিবন্ধকারের পর্যবেক্ষণসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। জ্ঞানতত্ত্ব বলতে দর্শনে (philosophy) বোঝানো হয় জ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্ব বা 'theory of knowledg'e কে। যে বিশেষ ধরনের জ্ঞানের অনুসন্ধান থেকে নৃবিজ্ঞানের যাত্রা ও বিকাশ তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে মূল লক্ষ্য। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তাত্ত্বিক সঙ্কট, সীমাবদ্ধতা বা টানাপোড়েনগুলো কোথায়। নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তাত্ত্বিকতা বুঝতে গিয়ে এখানে প্রধানত মনোযোগ দেয়া হয়েছে এর জ্ঞানকাণ্ডীয় ইতিহাসের (disciplinary history) প্রতি। নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) বিশ্লেষণে এভাবে জ্ঞানকাণ্ড (discipline) হিসেবে নৃবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

২. উত্তরাধুনিকতাবাদী তত্ত্ব নৃবিজ্ঞানে কী ধরনের প্রভাব তৈরি করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দেখূন Layton, R 1997 এর পৃষ্ঠা ১৮৫ হতে ২১৫ পর্যন্ত।

৩. দক্ষিণ এশীয় নৃবিজ্ঞান সংক্রান্ত এ আলোচনাটিতে মূলতঃ বিচনা করা হয়েছে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় নৃবিজ্ঞান চর্চার যে ইতিহাস রয়েছে সেটিকে। সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়া বলা হলে তাতে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞানও অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু এখানে পরিসর ও বিষয়বস্তু বিচারে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা হয়েছে। বস্তুত এ প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনা দাবী করে। বর্তমান পরিসরে সেই চেষ্টা না করে এটি ভবিষ্যতে ভিন্নভাবে আলোচনার প্রত্যাশা থাকলো।

গ্রন্থপঞ্জী

Abu-Lughod, Lila (1991) Writing Against Culture. In Richard G. Fox (ed.) *Recapturing Anthropology: Working in the Present,* Santa Fe: School of American Research

Asad, T. (ed.) (1973) *Anthropology and the Colonial Encounter,* London: Ithaca Press.

Bromley Y. V. (1981) *Sovremennye Problemy Ethnografii,* Moscow: Nauka Gellner, E (1988) *State and Society in Soviet Thought*, London: Basil Blackwell

Clifford, J. (1988) *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art,* Cambridge MA: Harvard University Press

Cohn, B (1987) *An Anthropologist among the Historians*, Delhi: Oxford University Press Fabian, J. (1983) *Time and the Other: How Anthropology makes Its Object*, New York: Columbia University Press

Derrida, J. (1974) *Of Grammatology,* Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Geertz, C (1973) *Interpretation of Culture: Selected Essays,* New York: Basic Books

Kuhn, Thomas S. (1970) *The Structure of Scientific Revolutions,* Chicago: University of Chicago Press

Kuklick, H. (1992) *The Savage Within: The History of British Anthropology 1885-1945,* Cambridge: Cambridge University Press

Kuklick, H. (1996) British Anthropology, in Spencer, J. and A. Barnard eds. *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*, London: Routledge

Kuper, A. (1996) *Anthropologists and Anthropology: The Modern British School* London: Routledge

Layton, Robert (1997) *An Introduction to Theory in Anthropology.* Cambridge: Cambridge University Press

Lowie, Robert H. (1937) *The History of Ethnological Theory* New York: Halt, Rinehart and Winston

Malefijt, Annemarie de Wall (1976) *Images of Man: A History of Anthropological Thought* New York: Alfred A. Knopf

Marcus, G. and M. Fischer (eds.) *Anthropology as Cultural Critique,* Durham, NC: Duke University Press

Ortner, S.B. (1984) 'Theory in Anthroplogy Since the Sixties', *Comparative Studies in Society and History* 26: 126-66

Stocking, George W., Jr. (1996) *After Tylor: British Social Anthropology, 1888- 1951*, London: The Athlone Press

Sahlins, M. (1981) *Islands of History*, Chicago: University of Chicago Press

Tishkov, V (1992) 'The Crises in Soviet Ethnography', *Current Anthropology* 33 (4): 371-82